একই পত্র ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ শাখা
মৎস্য ভবন, রমনা ঢাকা।
www.fisheries.gov.bd

স্মারক নং- ৩৩.০২.০০০০.১২১.৯৯.০০১.২২- ৬৮ তারিখ : ২০/০৫/২০২৬ খ্রি.

বিষয় : পবিত্র ঈদুল-আযহা, ২০২৬ উপলক্ষে নৌপথে সুষ্ঠ, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ নৌচলাচল এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা বিধানকল্পে লঞ্চ/ নৌযানের স্বাভাবিক চলাচল নিশ্চিতকল্পে নৌপথে সকল ধরনের মাছ ধরার জাল পাতা বন্ধ রাখা প্রসঙ্গে।

সূত্র: পবিত্র ঈদুল-আযহা, ২০২৬ উপলক্ষে নৌপথে সুষ্ঠ, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ নৌচলাচল এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা বিধানকল্পে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ০৭/০৫/২০২৬ তারিখের সভার কার্যপত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পবিত্র ঈদুল-আযহা, ২০২৬ উপলক্ষে নৌপথে সুষ্ঠ, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ নৌচলাচল এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা বিধানকল্পে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে বিগত ০৭/০৫/২০২৬ তারিখ এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরনীর ১০.১ নং এ "লঞ্চ/ নৌযানের স্বাভাবিক চলাচল নিশ্চিতকল্পে নৌপথে সকল ধরনের মাছ ধরার জাল পাতা বন্ধ রাখতে হবে" মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় (কপি সংযুক্ত) ।

০২। এমতাবস্থায়, পবিত্র ঈদুল-আযহা, ২০২৬ উপলক্ষে আপনার বিভাগের অধীন নৌপথে সুষ্ঠ, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ নৌচলাচল এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা বিধানকল্পে নৌপথে সকল ধরনের মাছ ধরার জাল পাতা বন্ধ রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

(মোঃ জিয়া হায়দার চৌধুরী)
মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
ফোন: ০২-২২৩৩৮২৮৬
ই-মেইল: dg@fisheries.gov.bd

পরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা/বরিশাল বিভাগ, বরিশাল/
চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা।

স্মারক নং- ৩৩.০২.০০০০.১২১.৯৯.০০১.২২-৬৮/১(৮) তারিখ : ২০/০৫/২০২৬ খ্রি.

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১. পরিচালক (অভ্যন্তরীণ মৎস্য), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত আইজি, নৌ-পুলিশ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
৩. উপপরিচালক, ই-সার্ভিস এন্ড ইনোভেশন, মৎস্য অধিদপ্তর,মৎস্য ভবন, ঢাকা (পত্রটি অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪. জেলা মৎস্য কর্মকর্তা,----------।
৫. সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,----------।
৬. সহকারী পরিচালক (স্টাফ অফিসার), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৭. অফিস কপি।

(বরুন চন্দ্র বিশ্বাস)
উপপরিচালক (মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ)
মোবাইল : ০১৭১৫৫৭৬৮৯১
ইমেইল: borunbiswas19@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
নৌ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স
পুলিশ প্লাজা কনকর্ড (১৩ তলা)
গুলশান-১, ঢাকা।
www.riverpolice.gov.bd

অতীব জরুরি

বিষয়ঃ পবিত্র ঈদুল-আযহা, ২০২৬ উপলক্ষে নৌপথে সুষ্ঠ, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ নৌচলাচল এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা বিধানকল্পে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-১৮.০০.০০০০.০১৯.১৮.০০৯.২১.১৫৬, তাং-১১/০৫/২০২৬ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্র মূলে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা হতে প্রাপ্ত পত্রের ছায়ালিপি এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হল। বর্ণিত বিষয়ে সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তের সংশ্লিষ্টতা অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

১৪.০৫.২৬

সংযুক্তঃ ১৪ (চৌদ্দ) পাতা।

(মুক্তা ধর পিপিএম, বার)
বিপি-৭৮০৮১২১৬২২
পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপারেশনস্)
পক্ষে/- অ্যাডিশনাল আইজিপি
নৌ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
ফ্যাক্স-৫৫০৪৫৪১৪

স্মারক নং-নৌ পুলিশ/(অপারেশনস্)/১৭২৩-২০২৬/২৯৭ তারিখ- ১৪/০৫/২০২৬খ্রি.

বিতরণ (কার্যার্থে) ঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। পুলিশ সুপার, নৌ পুলিশ, ...(সকল), অঞ্চল।
২। ইনচার্জ, নৌ পুলিশ কন্ট্রোলরুম, ঢাকা। ⟹ (পত্রটি ফ্যাক্স ও ই-মেইল এর মাধ্যমে প্রেরণ নিশ্চিতকরতঃ ডায়রিভুক্ত করার অনুরোধসহ)।

বিতরণ (জ্ঞাতার্থে) ঃ

৩। ডিআইজি (ক্রাইম এন্ড অপারেশনস্), নৌ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
৪। অ্যাডিশনাল ডিআইজি (অপারেশনস্/উত্তর বিভাগ/দক্ষিণ বিভাগ), নৌ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
৫। অ্যাডিশনাল পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপারেশনস্), নৌ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
৬। স্টাফ অফিসার টু অ্যাডিশনাল আইজি, নৌ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা (অ্যাডিশনাল আইজি মহোদয়কে অবহিত করার অনুরোধসহ)।
৭। অফিস নথি।

Crime & ops

গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
নৌপরিবহনমন্ত্রণালয়
টিএশাখা
বাংলাদেশসচিবালয়, ঢাকা
www.mos.gov.bd

পবিত্র ঈদুল-আযহা, ২০২৬ উপলক্ষে নৌপথে সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ নৌচলাচল এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা বিধানকল্পে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	শেখ রবিউল আলম, এমপি মাননীয় মন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সভারতারিখ	:	০৭.০৫.২০২৬ খ্রি.
সময়	:	দুপুর ০২:৩০ টা
স্থান	:	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

সভায় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ রাজিব আহসান, এমপি এবং সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় জনাব জাকারিয়া উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সশরীরে উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা- পরিশিষ্ট 'ক' এবং
ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত কর্মকর্তাগণের তালিকা- পরিশিষ্ট 'খ' দ্রষ্টব্য

সভাপতি কর্তৃক উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভার শুরুতে সভাপতির অনুমতিক্রমে সকল-কে স্বাগত জানিয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন প্রতি ঈদের মতো এবারও নৌপথে যাত্রী সাধারণের নিরাপদ ও আনন্দময় ঈদ যাত্রা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণের জন্য আজকের সভা আয়োজন করা হয়েছে। সভার আলোচ্য বিষয় সম্বলিত বিস্তারিত কার্যপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। অতঃপর সভাপতি'র অনুমতিক্রমে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (টিএ) সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২। কার্যপত্র উপস্থাপনা শেষে সভার সভাপতি মাননীয় মন্ত্রী বলেন---আজকের সভার মূল লক্ষ্য হলো আসন্ন ঈদে নৌপথে ভ্রমণকারী সকল যাত্রী সাধারণের ঈদযাত্রা যেন আরামদায়ক, স্বস্তিদায়ক, নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল হয়। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করে তিনি বলেন, গত ঈদে দুইটি অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ছাড়া নৌপথে ঈদযাত্রা মোটামুটি শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ ছিলো। এবারের লক্ষ্য গতবারের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে নতুন কি কি পদক্ষেপ নিলে অধিকতর সুশৃঙ্খল, নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক ঈদযাত্রা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে সে বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তিনি বলেন, ঢাকার জিরো পয়েন্ট থেকে সদরঘাট পর্যন্ত সড়কে যানজটমুক্ত যান চলাচল নিশ্চিত করার জন্য মহানগর ট্রাফিক পুলিশকে যথাযথ ও পরিপূর্ণ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আলাদা আলাদা কন্ট্রোলরুম না করে বিআইডব্লিউটিএসহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার একটিমাত্র কন্ট্রোলরুম থাকবে। কন্ট্রোলরুমে কর্মকর্তা পর্যায়ের প্রতিনিধি থাকবে, বাকি দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণ নির্ধারিত পয়েন্টে দায়িত্ব পালন করবেন। সদরঘাটে ঢুকার মুখে দৃশ্যমান স্থানে কোন্ লঞ্চ কোন্ ঘাট থেকে ছাড়বে তার তথ্য সম্বলিত ব্যানার/ডিসপ্লে থাকবে। সকল লঞ্চে ন্যূনতম ০৪ জন আনসার মোতায়েন নিশ্চিত করতে হবে। নৌকা/ট্রলার দিয়ে কোনো যাত্রী কোনো অবস্থাতেই লঞ্চে উঠা-নামা করবে না, নদীর মাঝপথে বাল্কহেড থাকতে পারবে না। নৌপুলিশ ও কোস্টগার্ড কঠোর তদারকির মাধ্যমে তা নিশ্চিত করবে। দিনরাত নিরবচ্ছিন্নভাবে ডিউটি করতে হবে। আবহাওয়া দপ্তরের সাথে সমন্বয় করে আবহাওয়া নির্দেশনা মেনে লঞ্চ চলাচলের অনুমতি প্রদান করতে হবে। সদরঘাটে টার্মিনালের জায়গা অবৈধ পার্কিংমুক্ত করতে হবে। ঘরমুখো এবং ফিরতি পথে যাত্রীদের নৌপথে নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ, দপ্তর/সংস্থা, নৌযান মালিক ও মালিক সমিতি, শ্রমিক-কর্মচারী সকলকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

11.05.2026

৪৬

৩। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, গতবারের মতো এবারও সদরঘাটে যাত্রী চাপ কমানো এবং স্বস্তিদায়ক ও সহজ নৌযাত্রা নিশ্চিত করার জন্য ঢাকার বসিলা ব্রিজ সংলগ্ন ঘাট থেকে এবং কাঞ্চন ব্রিজ সংলগ্ন শিমুলিয়া ঘাট হতে লঞ্চ সার্ভিস পরিচালনা করা হবে। উন্নততর যাত্রী সেবা নিশ্চিত করার জন্য পাসেঞ্জার ট্রলি ও হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি আরও বলেন, বিআইডব্লিউটিএ এর অনুমতি ব্যতীত কোন লঞ্চ সদরঘাটে ঢুকতে পারবে না। নদীর মাঝপথে কোনো অবস্থাতেই লঞ্চে যাত্রী উঠা-নামা করা যাবে না। ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি আরও বলেন, গরুবাহী ট্রলারের শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪। সভায় সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বলেন, দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য ফেরির পন্টুনের নিরাপত্তা বেষ্টনী উঁচু ও মজবুত করতে হবে। ফেরিতে ওঠার সময় যাত্রীদের বাস/যানবাহন থেকে নামানো নিশ্চিত করতে হবে এবং বাস ফেরিতে উঠার আগে সকল যাত্রীকে বাস থেকে নেমে ফেরিতে উঠার নির্দেশনা সম্বলিত বিলবোর্ড সকল ফেরিঘাটে দৃশ্যমানভাবে স্থাপন করা হবে। কেবল অনুমোদিত সংখ্যক যানবাহন ফেরিতে ওঠা নিশ্চিত করার জন্য কন্ট্রোল গেইট স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। লঞ্চ বার্থিং এলাকায় (লঞ্চের পিছন দিয়ে) যাতে কোন নৌকা/ট্রলার অনুপ্রবেশ করতে না পারে বা যাত্রী ওঠা-নামা করতে না পারে সে বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। নৌকা/ট্রলার থেকে যাতে কেবলমাত্র নির্ধারিত ঘাটে যাত্রী ওঠানো/নামানো করে সে বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সচিব মহোদয় উপস্থাপিত বিষয়সমূহের উপর কারও কোনো মতামত/পরামর্শ থাকলে জানাতে বলেন। তৎপ্রেক্ষিতে সভায় নিম্নবর্ণিত আলোচনা হয়:

৫। আলোচনা:

৫.১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ বলেন, গত ঈদের ন্যায় এবারও বসিলা এবং শিমুলিয়া থেকে লঞ্চ চলাচল করবে। শিমুলিয়াতে গতবার থেকেই ফেরি চলাচল শুরু করেছে যা এবারও অব্যাহত থাকবে। ফেরি কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বাস সার্ভিস শুরু হয়েছে। পুন:নির্ধারিত লঞ্চের ভাড়া বিভিন্ন ঘাটে ঝুলানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়া পূর্বের ন্যায় হুইল চেয়ার এবং ট্রলি সেবা প্রদান করা হবে।

৫.২। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ভোলা বলেন, ঈদুল-আযহা, ২০২৬ উপলক্ষে ঘরমুখো মানুষের ঈদ যাত্রা নির্বিঘ্নে রাখার করার লক্ষ্যে সব ধরণের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ইলিশাঘাটের অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ করা হচ্ছে।

৫.৩। মোঃ মফিজুল ইসলাম, ডিসি ট্রাফিক লালবাগ বলেন, সদরঘাটের সামনে ভিআইপি গেইট এর উপরে একটি স্ক্রিন স্থাপন করা প্রয়োজন যেখানে এলাকা ভিত্তিক লঞ্চের তথ্য থাকবে।

৫.৪। প্রতিনিধি, আবহাওয়া অধিদপ্তর জানান আগামী ২৮.০৫.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী আবহাওয়া ভালো থাকবে।

৫.৫। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, সার্বিক, বরিশাল বলেন যে ঈদুল-আযহা, ২০২৬ উপলক্ষে ঘরমুখো মানুষের ঈদ যাত্রা নির্বিঘ্নে রাখার করার লক্ষ্যে সব ধরণের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। সরকারি নির্দেশনা না মানলে তিনি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে মর্মে তিনি জানান।

৬। সিদ্ধান্তসমূহ: সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

আলোচ্য বিষয়	প্রস্তাবসমূহ	বাস্তবায়নকারী
১। যানজটমুক্ত যান চলাচল নিশ্চিতকরণ	১.১। ঢাকার জিরোপয়েন্ট থেকে সদরঘাট পর্যন্ত সড়ক ২১ মে ২০২৬ হতে ০২ জুন ২০২৬ পর্যন্ত যানজট মুক্ত রাখার কার্যকর ও পরিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে উক্ত সড়কে এলামেলোভাবে রাখা যেকোনো পরিবহন অপসারণের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; প্রয়োজনে উক্ত সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট সড়ক ওয়ানওয়ে করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ (রমনা/ লালবাগ) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

আলোচ্য বিষয়	প্রস্তাবসমূহ	বাস্তবায়নকারী
১। যানজটমুক্ত যান চলাচল নিশ্চিতকরণ	১.২। সদরঘাট টার্মিনালের সম্মুখস্থ রাস্তা হতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে মিনিবাস, লেগুনা, অটোরিক্সা ও টেম্পোসমূহ যাতে এলোমেলোভাবে অবস্থান না করে সে জন্য নির্ধারিত স্ট্যান্ডে পার্কিং নিশ্চিত করতে হবে; জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসসমূহকে ভিক্টোরিয়া পার্ক এলাকায় মেইন রোডের পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভিতরে পার্কিং করার ব্যবস্থা করতে হবে;	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ (রমনা/ লালবাগ) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
	১.৩। ঢাকার জিরো পয়েন্ট থেকে সদরঘাট পর্যন্ত রাস্তার দুইপাশ এবং সদরঘাট টার্মিনাল, পন্টুন ও লঞ্চসমূহ হকারমুক্ত রাখতে হবে;	
	১.৪। সদরঘাটের পার্কিং এলাকায় কেবলমাত্র যাত্রী উঠানামার জন্য নিয়োজিত যানবাহন পার্কিং এর জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ
	১.৫। সদরঘাটের সামনে দাপ্তরিক গাড়ি পার্কিং পরিহার করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ
২। সদরঘাট ব্যবস্থাপনা	২.১। সদরঘাটে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও যাত্রীদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য ট্রাফিক পুলিশের পাশাপাশি আনসারসহ কমিউনিটি পুলিশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপুলিশ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, বাজনৌচ (যাপ)সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতি
	২.২। যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে নাশকতামূলক কর্মকান্ডের বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ঢাকা নদী বন্দরে নির্মিত ওয়াচ টাওয়ার হতে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য রোস্টারের মাধ্যমে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে; প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সাইকে ঘোষণা/প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, নৌপুলিশ, কোস্ট গার্ড
	২.৩। আইন শৃংখলা বাহিনী, বিভিন্ন দপ্তর সংস্থা কর্তৃক টার্মিনালের ভিতরে পৃথক পৃথক নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন না করে বিআইডব্লিটিএ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, সকল আইন-শৃংখলা বাহিনী, ফায়ার সার্ভিস, নৌযান মালিক সমিতি, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে সদরঘাট টার্মিনালে একটি মাত্র "কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ" চালু করতে হবে। বিআইডব্লিটিএ "কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে" দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। আইন-শৃঙখলা বাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যগণ গ্রুপ/রোষ্টার ভিত্তিতে পন্টুনে এবং টার্মিনাল গেটে মোবাইল ডিউটি পালন করবে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বিআইডব্লিউটিএ, ফায়ার সার্ভিস, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, মেট্রোপলিটন পুলিশ, নৌ পুলিশ, কোস্টগার্ড, ও বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
	২.৪.১। কেবলমাত্র টার্মিনাল পন্টুন দিয়ে লঞ্চে যাত্রী ওঠা-নামা নিশ্চিত করতে হবে। সদরঘাটে বার্দিংরত লঞ্চের পিছন/সাইড দিয়ে এবং নদীর মাঝপথে যাতে নৌকা/ট্রলার দিয়ে কোনো যাত্রী কোনো অবস্থাতেই লঞ্চে উঠা-নামা করতে পারবে না। নৌপুলিশ ও কোস্টগার্ড দিনরাত নিরবচ্ছিন্নভাবে ডিউটি ও কঠোর তদারকির মাধ্যমে তা নিশ্চিত করবে। ২.৪.২। বিষয়টি সদরঘাটের সকল পয়েন্টে স্থাপিত সিসি ক্যামেরা কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্ট লঞ্চের ভয়েজ বাতিলসহ মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	নৌপুলিশ, কোস্টগার্ড, লঞ্চ মালিক, লঞ্চ মাস্টার ও লঞ্চ মালিক সমিতি বিআইডব্লিউটিএ
	২.৫। নৌকা/ট্রলার থেকে যাতে কেবলমাত্র নির্ধারিত ঘাটে (সদরঘাট এলাকায় বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নবনির্মিত ট্রলার ঘাট) যাত্রী ওঠানো/নামানো করে সে বিষয়	বিআইডব্লিউটিএ নৌপুলিশ, কোস্টগার্ড

আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী
	নিশ্চিত করতে হবে। নতুন ট্রলার ঘাট স্থাপনের বিষয়ে ট্রলার চালকদের ব্যাপকভাবে অবহিত করতে হবে।	নৌকা/ট্রলার মালিক সমিতি
	২.৬। সদরঘাট টার্মিনালের বিপরীত দিকে বা সদরঘাট বরাবর কেরাণীগঞ্জ হতে লঞ্চের সাথে ট্রলার/নৌকা ভিড়িয়ে যাত্রী উঠানোর উদ্দেশ্যে যাতে কোনো ট্রলার বা নৌকা ছেড়ে আসতে না পারে সেজন্য নৌপুলিশ, কোস্টগার্ড, জেলা/থানা পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন;	বিআইডব্লিউটিএ নৌপুলিশ, কোস্টগার্ড, জেলা পুলিশ
	২.৭। যাত্রী সাধারণের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে ঢাকা নদী বন্দরের সদরঘাট টার্মিনাল ও পন্টুন হকারমুক্ত ও ক্যানভাসারমুক্ত করতে হবে। এ জন্য টার্মিনাল গেইট, জেটি ও পন্টুনভিত্তিক আনসার, কমিউনিটি পুলিশ, নৌপুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও মেট্রোপলিটন পুলিশের সদস্যদের সমন্বয়ে আলাদা আলাদাভাবে রোস্টার ডিউটির ব্যবস্থা করতে হবে। রোস্টার ডিউটির কপি বিআইডব্লিউটিএ-তে প্রেরণ এবং সংশ্লিষ্ট নদী বন্দরের টার্মিনালের দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে;	মেট্রোপলিটন পুলিশ, নৌ পুলিশ, জেলা পুলিশ ও বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
২। সদরঘাট ব্যবস্থাপনা	২.৮। সদরঘাটে স্থাপিত কন্ট্রোল রুম হতে বিআইডব্লিউটিএ-এর অনুমতি ব্যতীত আগমনকারী কোনো লঞ্চ সদরঘাটে ঢুকতে/বার্দিং করতে পারবে না। বার্দিংয়ের অনুমতিপ্রাপ্ত লঞ্চ/নৌযানসমূহকে নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে সুশৃংখলভাবে বার্দিং করতে হবে যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে। অনুমতি ব্যতীত বার্দিংকৃত জাহাজের বিরুদ্ধে ভয়েজ বাতিলসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ বাঅনৌচ(যাপ)সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতি নৌ পুলিশ, কোস্টগার্ড
	২.৯। লঞ্চের অনুমোদিত সংখ্যক যাত্রী পূর্ণ হলে অহেতুক বিলম্ব না করে বিআইডব্লিউটিএ'র অনুমতিসাপেক্ষে লঞ্চের মাস্টার কর্তৃক ওয়াকিটকিসহ পর্যাপ্ত সংখ্যক স্টাফ এবং আনসার সদস্য নিয়োজিত করে জাহাজের চারপাশ দেখে সকল নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নিয়ন্ত্রিত গতিতে নৌযান পরিচালনা করতে/ ছেড়ে যেতে হবে। বিআইডব্লিউটিএ বিষয়টি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে।	বিআইডব্লিউটিএ বাঅনৌচ(যাপ)সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতি নৌ পুলিশ, কোস্টগার্ড
	২.১০। সদরঘাটে ও লঞ্চসমূহে পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাস্টবিন স্থাপন এবং জনগণকে ডাস্টবিন ব্যতীত নদীতে কিংবা পন্টুন/গ্যাংওয়েতে ময়লা আবর্জনা ফেলতে নিরুৎসাহিত করতে মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচারণা করতে হবে। সকল ঘাটে ইজারাদারের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি, বাঅনৌচ(যাপ)সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতি, সদরঘাটের ইজারাদার
	২.১১। সদরঘাটের কোন পন্টুন থেকে কোন রুটের লঞ্চ ছেড়ে যাবে তার তথ্য সদরঘাট টার্মিনালের প্রবেশমুখে দৃশ্যমানভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। সদরঘাটে টার্মিনালের জায়গা অবৈধ পার্কিংমুক্ত করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ
	২.১২। প্যাসেঞ্জার ট্রলি: সদরঘাটে যাত্রী সাধারণের ব্যাগেজ/মালামাল বহনের জন্য নিয়মিত ট্রলি সেবা প্রদানের জন্য বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক পর্যাপ্ত সংখ্যক ট্রলি ক্রয়/সংগ্রহ করতে হবে। ঈদুল-আযহা, ২০২৬ উপলক্ষে সাময়িক ব্যবহারের জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ হতে পাসেঞ্জার ট্রলি সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে। সদরঘাটে বাধাহীনভাবে ট্রলি চালানোর জন্য যে সকল স্থানে প্রয়োজন সে সকল স্থানে র‍্যাম্প সুবিধা প্রস্তুত করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ
	২.১৩। হুইল চেয়ার: পবিত্র ঈদুল ফিতরের ন্যায় এবারও অসুস্থ ও বয়োবৃদ্ধ যাত্রীদের জন্য হুইলচেয়ার এর ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং প্রশিক্ষণার্থী ক্যাডেটদের দ্বারা সেবা ব্যবস্থাপনা	বিআইডব্লিউটিএ

আলোচ্য বিষয়	প্রস্তাবসমূহ	বাস্তবায়নকারী
	কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	
৩। বসিলা ও শিমুলিয়া ঘাট হতে লঞ্চ পরিচালনা	৩.১। সদরঘাটে যাত্রী চাপ কমানো এবং স্বস্তিদায়ক ও সহজ নৌযাত্রা নিশ্চিত করার জন্য ঢাকার মোহাম্মপুর বসিলা ব্রিজ সংলগ্ন বসিলা ঘাট থেকে এবং পূর্বাচল কাঞ্চন ব্রিজ সংলগ্ন শিমুলিয়া ঘাট হতে লঞ্চ সার্ভিস পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ বাআনৌচ (যাপ) সংস্থা এবং লঞ্চ মালিক সমিতি
	৩.২। উক্ত দুইটি ঘাট হতে চলাচলকারী লঞ্চের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিআইডব্লিউটিএ লঞ্চ মালিদের সাথে বসে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কোন কোন রুটে কয়টি লঞ্চ চলাচল করবে তার বিস্তারিত সময়সূচি ১৫ মে এর মধ্যে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।	বিআইডব্লিউটিএ বাআনৌচ (যাপ) সংস্থা এবং লঞ্চ মালিক সমিতি
	৩.৩। বসিলা ও শিমুলিয়া ঘাট হতে লঞ্চ চলাচলের বিষয়টি ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ বাআনৌচ (যাপ) সংস্থা এবং লঞ্চ মালিক সমিতি
	৩.৪। শিমুলিয়া ঘাট হতে লঞ্চে আরোহন সহজ করার নিমিত্ত লঞ্চযাত্রীদের জন্য লঞ্চের সময়সূচির সাথে সামঞ্জস্য কুড়িল বিশ্বরোড হতে শিমুলিয়া ঘাট পর্যন্ত বিআরটিসি কর্তৃক শাটল বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিআরটিসি বিআইডব্লিউটিএ
	৩.৫। । বসিলা ঘাটে বিদ্যমান পন্টুনের পাশে আরও দুইটি পন্টুন স্থাপন করতে হবে। বসিলা ও শিসুলিয়া ঘাটে যাত্রী সাধারণের অপেক্ষা ও বিশ্রামের জন্য টয়লেটসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ
	৩.৬। বসিলা ও শিমুলিয়া ঘাট জনপ্রিয় করার জন্য শিমুলিয়া থেকে বরিশাল, ইলিশা, বেতুয়া ও হাতিয়া রুটে ঈদের পর লঞ্চ চলাচল শুরু করা যেতে পারে। এছাড়াও বেতুয়া, হাতিয়া, ইলিশা, চাঁদপুর রুটে লঞ্চ পরিচালনাকারী প্রতিটি কোম্পানীকে ০২টি করে লঞ্চ বসিলা থেকে পরিচালনা করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ বাআনৌচ (যাপ) সংস্থা এবং লঞ্চ মালিক সমিতি
৪। যাত্রী নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা	৪.১। নারায়ণগঞ্জ, গজারিয়া-মুন্সিগঞ্জ, চাঁদপুর নৌপথ, বরিশাল-ভোলা নৌপথসহ অন্যান্য নৌপথে ডাকাতি, চাঁদাবাজি এবং শ্রমিক ও যাত্রীদের হয়রানি ও ভীতিমূলক অবস্থা প্রতিরোধ করার জন্য নিয়মিত টহলের ব্যবস্থা করতে হবে; বিশেষ করে রাতে টহল জোরদার করতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ, র‍্যাব, নৌ-পুলিশ ও কোষ্টগার্ড
	৪.২। প্রত্যেক ঘাট এলাকায় যাত্রীদের জানমালের নিরাপত্তার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের (জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, নৌ-পুলিশ ও কোষ্টগার্ড) সমন্বয়ে ভিজিলেন্স টীম গঠন করতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন/উপজেলা প্রশাসন,জেলা পুলিশ, নৌ-পুলিশ ও কোষ্টগার্ড
	৪.৩। প্রতিটি নদী বন্দর/টার্মিনাল/ঘাট পয়েন্টের গেইট, জেটি ও পন্টুনভিত্তিক নৌপুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশের সদস্যদের সমন্বয়ে আলাদা আলাদাভাবে রোস্টার ডিউটির ব্যবস্থা করতে হবে। রোস্টার ডিউটির কপি বিআইডব্লিউটিএ-তে প্রেরণ এবং সংশ্লিষ্ট নদী বন্দরের টার্মিনালের দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে;	মেট্রোপলিটন পুলিশ, নৌ পুলিশ, জেলা পুলিশ ও বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
	৪.৪। রাতের বেলায় স্পিডবোট চলাচল বন্ধ রাখা এবং দিনের বেলায় স্পিডবোট চলাচলের সময় নদীর মাঝখান দিয়ে চলাচল না করা ও যাত্রীদের লাইফ জ্যাকেট পরিধান নিশ্চিত করতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ ও নৌপুলিশ, কোস্ট গার্ড, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ এবং সংশ্লিষ্ট

আলোচ্য বিষয়	প্রস্তাবনসমূহ	বাস্তবায়নকারী
		মালিক সমিতি
৫। যাত্রী সেবা ও যাত্রী সচেতনতা নিশ্চিতকরণ	৫.১। নদীবন্দর টার্মিনালসমূহে যাত্রী সচেতনতামূলক/সতর্কতামূলক বাণী ও নৌবিজ্ঞপ্তি মাইকে প্রচার, ডিসপ্লে মনিটরে প্রদর্শন ও লঞ্চের টেলিভিশন/মনিটরে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, বাজনৌচ (যাপ)সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতি
	৫.২। সকল লঞ্চে প্রতিটি ফ্লোরে দৃশ্যমান স্থানে ডিজিটাল ডিসপ্লে স্ক্রিন স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উক্ত স্ক্রিনে লঞ্চের ভাড়া, প্রয়োজনীয় হটলাইন নম্বরসমূহ ইত্যাদি স্ক্রল করে প্রদর্শন করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ, বাজনৌচ (যাপ) সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতি
	৫.৩। নৌপথে চলাচলকারী যাত্রী সাধারণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে জরুরি প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য নিম্নবর্ণিত ০৪টি জরুরি সেবা হট লাইন নম্বর লঞ্চ/নৌযানে দৃশ্যমানভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সর্বসাধারণকে অবহিত করার জন্য ব্যাপক প্রচার করতে হবে: (১) জাতীয় জরুরি সেবা হটলাইন নম্বর : ৯৯৯ (২) ফায়ার সার্ভিসের জরুরি সেবা হটলাইন নম্বর : ১০২ (৩) যাত্রী সেবা বিষয়ে বিআইডব্লিউটিএ'র হটলাইন নম্বর : ১৬১১৩ (৪) কোস্টগার্ডের জরুরি সেবা হটলাইন নম্বর: ১৬১১১	বিআইডব্লিউটিএ, বাজনৌচ (যাপ) সংস্থা লঞ্চ মালিক সমিতি
	৫.৪। যাত্রাপথে বা অন্য কোনোভাবে কেউ মিসিং হলে বা খোঁজে পাওয়া না গেলে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের অপারেশন জিরো মিসিং নম্বরে (০১৩২০০০২১৭) ফোন করে জানাতে হবে। বিষয়টি যাত্রী সাধারণকে অবহিত করার লক্ষে দৃশ্যমানভাবে প্রদর্শন করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ, বাজনৌচ (যাপ)সংস্থা লঞ্চ মালিক সমিতি
	৫.৬। অভ্যন্তরীণ সকল নদীবন্দরে পানীয় জল, পয়ঃনিষ্কাশন, যাত্রীদের নিরাপত্তা, মোবাইল চার্জিং, ব্রেস্ট ফিডিং-এর ব্যবস্থাসহ শিশু, মহিলা ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যাত্রীদের চলাচল/পারাপারে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও সেবা অধিকতর উন্নত করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ, বাজনৌচ (যাপ)সংস্থা লঞ্চ মালিক সমিতি
	৫.৭। প্লাস্টিক দূষণরোধে ফেরি বা লঞ্চ বা নৌযান এবং সংশ্লিষ্ট ঘাটসমূহে পলিথিন ব্যাগসহ সিংগেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি, বাজনৌচ (যাপ) সংস্থা ও লঞ্চ মালিক
৬। নৌনিরাপত্তা	৬.১। নৌপথে যে কোনো অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও উদ্ধার কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উদ্ধারকারী নৌযান প্রস্তুত রাখতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ
	৬.২। লঞ্চে অগ্নি দুর্ঘটনা রোধকল্পে ঢাকা নদী বন্দরসহ গুরুত্বপূর্ণ নদী বন্দর এলাকায় দ্রুত অগ্নি নির্বাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে এবং প্রয়োজনে সকল স্থানে ভাসমান নৌ-ফায়ার স্টেশন স্থাপন করতে হবে;	ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
	৬.৩। লঞ্চে/নৌযানে অগ্নিকান্ড যাতে না ঘটে সে লক্ষ্যে সতর্কতামূলক ঘোষণা প্রত্যেক নদী বন্দরের টার্মিনাল এবং ঘাট/পয়েন্ট হতে মাইকের মাধ্যমে প্রচার করতে হবে; এবং এ লক্ষ্যে সকল লঞ্চে/নৌযানে প্রয়োজনীয় অগ্নি-নির্বাপণ সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বাজনৌচ (যাপ)সংস্থা, লঞ্চ মালিক সমিতি ও নৌ পুলিশ
	৬.৪। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ অনুযায়ী গণপরিবহণ লঞ্চে ধূমপান নিষিদ্ধ। যাত্রী সাধারণ যাতে কোনো অবস্থাতেই কেবিনসহ লঞ্চের কোনো স্থানে ধূমপান না করে সেজন্য সচেতনতামূলক প্রচারসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বাজনৌচ (যাপ)সংস্থা,লঞ্চ মালিক সমিতি, নৌ পুলিশ

আলোচ্য বিষয়	প্রস্তাবসমূহ	বাস্তবায়নকারী
৬। নৌনিরাপত্তা	৬.৫। সকল লঞ্চ/নৌযানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লাইফ জ্যাকেট যথাস্থানে রেডি রাখতে হবে। লাইফ জ্যাকেট কোন কোন জায়গায় রয়েছে এবং এর ব্যবহারের নিয়মাবলী সকল যাত্রীকে অবহিত করার জন্য প্রত্যেক যাত্রার প্রাক্কালে মাইকে ঘোষণার মাধ্যমে অবহিত করার ব্যবস্থা করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বাআনৌচ (যাপ) সংস্থা,লঞ্চ মালিক সমিতি
	৬.৬। ঢাকা নদী বন্দরের সদরঘাটসহ অন্যান্য নদী বন্দরের টার্মিনাল, ঘাট/পয়েন্ট এবং লঞ্চে জুয়া খেলা বন্ধ করতে হবে;	নৌপুলিশ
	৬.৭। অভ্যন্তরীণ নৌপথে ফিটনেসবিহীন লঞ্চ/নৌযান ও ফেরি চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে; এ বিষয়ে নৌপরিবহন অধিদপ্তর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;	নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ, নৌপুলিশ, বিআইডব্লিউটিসি
	৬.৭। কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে দুর্ঘটনায় ডুবে যাওয়া নৌযান/লঞ্চ/জাহাজের অবস্থানযাতে সনাক্ত করা যায় সেজন্য প্রত্যেক নৌযান/লঞ্চ/জাহাজের ছাদের সাথে ২০০/৩০০ ফুট শক্ত রশি দিয়ে বড় প্লাস্টিক কন্টেইনার/বয়া বেঁধে রাখতে হবে;	লঞ্চ মালিক সমিতি, বাআনৌচ (যাপ) সংস্থা ও বিআইডব্লিউটিএ
৭। লঞ্চ/স্টীমার /নৌযান ব্যবস্থাপনা	৭.১। লঞ্চের মাস্টার, ড্রাইভার ও অন্যান্য কর্মচারীসহ সকল ঘাটের ইজারাদারদের নেম-ট্যাগসহ নির্ধারিত পোষাক পরিধানপূর্বক দায়িত্বপালন নিশ্চিত করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, বাআনৌচ (যাপ) সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতি
	৭.২। সকল লঞ্চ/নৌযান তার নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী যাত্রীসেবা প্রদান করবে। কোনো নৌযান নির্ধারিত সিরিয়াল ব্রেক করলে উক্ত লঞ্চ/নৌযানের লাইসেন্স বাতিলসহ মালিক ও চালকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, বাআনৌচ (যাপ) সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতি
	৭.৩। কোনো ক্রমেই লঞ্চে/নৌযানে অতিরিক্ত যাত্রী ও মালামাল বহন করা যাবে না; লঞ্চের ছাদে যাত্রী উঠানো যাবে না। লঞ্চের ছাদে যাত্রী উঠানোর কাজে ব্যবহৃত সিঁড়ি (যদি থাকে) অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে।এ বিষয়টি কঠোরভাবে মনিটরিং-এর জন্য নৌপরিবহন অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;	নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ, লঞ্চ মালিক সমিতি, বাআনৌচ (যাপ) সংস্থা, ও নৌ পুলিশ
	৭.৪। নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা লঞ্চঘাট এলাকাসহ সকল নদীতে এলোমেলোভাবে ট্যাংকার, লঞ্চ, কোষ্টার, বার্জ ইত্যাদি নৌযান বার্দিং এবং চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে;	নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ, নৌ-পুলিশ, কোষ্ট গার্ড
	৭.৫.১। যাত্রী নিরাপত্তার স্বার্থে সকল লঞ্চে ঈদের পূর্বে ১০ (দশ) দিন থেকে ঈদ পরবর্তী ০৫ (পাঁচ) দিন (১৯ মে হতে ০২ জুন ২০২৬ পর্যন্ত) ন্যূনতম ০৪ (চার) জন আনসার সদস্য মোতায়েনের জন্য লঞ্চ মালিকগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এজন্য লঞ্চ মালিকগণ আনসার সদস্যগণকে সরকার নির্ধারিত ডিউটি-ভাতা প্রদান করবে। এর অতিরিক্ত কোনো খরচ যেন আদায় না করা হয় সে বিষয়ে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; ৭.৫.২। নিয়োজিত আনসার সদস্যগণ লঞ্চের সাথে ট্রলার/নৌকা ভিড়িয়ে নদী থেকে লঞ্চে যাত্রী উঠানামা প্রতিরোধে লঞ্চ স্টাফদের সাথে নিয়ে টহল ডিউটি পালন করবেন, কোনো অবস্থাতেই নদী থেকে ট্রলার/নৌকা ভিড়িয়ে লঞ্চে যাত্রী উঠানামা করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।	বাআনৌচ (যাপ)সংস্থা লঞ্চ মালিক সমিতি, লঞ্চ মালিক ও বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
	৭.৬। কোন কোন লঞ্চে কতজন আনসার সদস্য প্রয়োজন হবে তার বিস্তারিত তালিকা ও সিডিউল প্রস্তুত করে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক আনসার হেডকোয়ার্টার/সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আনসার সদস্য মোতায়েনের প্রয়োজনীয় চাহিদা প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	বিআইডব্লিউটিএ, লঞ্চ মালিক সমিতি ওবাআনৌচ (যাপ) সংস্থা
	৭.৭। ঈদের সময় অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ সামলানোর জন্য কোনো ক্রু নিয়োগ করতে হলে	বিআইডব্লিউটিএ, লঞ্চ মালিক,

আলোচ্য বিষয়	প্রস্তাবসমূহ	বাস্তবায়নকারী
৭। লঞ্চ/স্টীমার /নৌযান ব্যবস্থাপনা	তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র ও স্বভাব-চরিত্র যাচাইপূর্বক নিয়োগ করতে হবে। তাদের সকলকে নেম-ট্যাগসহ নির্ধারিত ইউনিফরম পরিধান করে দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করতে হবে।	বাওনৌচ (যাপ) সংস্থা, লঞ্চ মালিক সমিতি
	৭.৮। সকল নদী বন্দর টার্মিনাল এবং ঘাট/পয়েন্টে সকল প্রকার যাত্রী হয়রানি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ,নৌপুলিশ , সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ
	৭.৯। প্রত্যেক লঞ্চে প্রশস্ত সিঁড়ি এবং সিঁড়ির দুই পাশে মজবুত রেলিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। লঞ্চের মুরিং কাজে ব্যবহৃত পুরাতন/জরাজীর্ণ আলাদ (Rope) পরিবর্তন করে নতুন/মজবুত আলাদ সংযোজন করতে হবে। সিদ্ধান্ত অমান্যকারী সংশ্লিষ্ট লঞ্চের রুট পারমিট ও সময়সূচী স্থগিত/বাতিল এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানা করাসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	নৌপরিবহন অধিদপ্তর, লঞ্চ মালিক সমিতি, বাওনৌচ (যাপ) সংস্থা ও বিআইডব্লিউটিএ
	৭.১০। সকল নৌপথে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নির্ধারিত গতিসীমা (Speed Limit) অনুযায়ী নৌযান পরিচালনা করতে হবে। তাছাড়া যাত্রী সাধারণ ও নৌযানের নিরাপত্তার স্বার্থে নৌপথ/পথিমধ্যে লঞ্চ সমূহের অসম প্রতিযোগিতা/সংঘর্ষ পরিহার করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপুলিশ, কোস্ট গার্ড, লঞ্চ মালিক সমিতি ও বাওনৌচ (যাপ) সংস্থা
	৭.১১। লঞ্চে/নৌযানে যাত্রী উঠানোর জন্য যাত্রী টানাহেচড়া করা ও ক্যানভাসিং সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে;	লঞ্চ মালিক সমিতি, বাওনৌচ (যাপ)সংস্থা, বিআইডব্লিউটিএ ও নৌ পুলিশ
	৭.১২। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকলে আবহাওয়া সংকেত অনুসরণপূর্বক অধিকতর সতর্কতার সাথে নৌযান পরিচালনা করতে হবে এবং এই বিষয়টি কঠোর তদারকির মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে আবহাওয়া অফিসের হট লাইন নম্বর ১০৯০ তে অথবা আবহাওয়া অফিসের ফোন নম্বর- ৪১০২৫৭৩০, ৪১০২৫৭৩১ তে যোগাযোগ করে আবহাওয়া সংকেত অনুযায়ী লঞ্চ পরিচালনা করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, লঞ্চ মালিক সমিতি ও বাওনৌচ (যাপ) সংস্থা
	৭.১৩। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় ঝড়ের সংকেত থাকলে যাত্রী সাধারণের অবগতির জন্য আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক টেলিভিশনের স্ক্রলে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	আবহাওয়া অধিদপ্তর
	৭.১৪। সদরঘাট টার্মিনালে স্থাপিত বিআইডব্লিউটিএ-এর হটলাইন নম্বরের কলসেন্টারে ঢাকা নদী বন্দরের নৌমন্ত্রী ও বন্দর বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে ২৪/৭ আবহাওয়া সংকেত সংগ্রহ এবং প্রচারের লক্ষ্যে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ
৮। ভাড়া/ফি/ চার্জ	৮.১। কোনো অবস্থাতেই কোনো লঞ্চ/নৌযান কর্তৃক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে বেশি ভাড়া আদায় করা যাবে না। উল্লেখ্য, ঈদের পূর্বের মাসসমূহে নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে কম ভাড়ায় যাত্রী পরিবহণ সেবা প্রদান করা হয়েছে। সে বিবেচনায় অধিকতর স্বস্তিদায়ক যাত্রীসেবা নিশ্চিত করার জন্য ঈদযাত্রার প্রাক্কালেও মালিক সমিতির প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পুনঃনির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে ১০% হ্রাসকৃত ভাড়ায় যাত্রী পরিবহণ সেবা প্রদানের জন্য লঞ্চ/নৌযান মালিকগণ নিজেদের মধ্যে এবং বিআইডব্লিউটিএ'র সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	জেলা প্রশাসন, বিআইডব্লিউটিএ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, নৌপুলিশ, কোষ্টগার্ড, বাওনৌচ (যাপ) সংস্থা, লঞ্চ মালিক সমিতি
	৮.২। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ভাড়ার তালিকা সকল নদী বন্দর, টার্মিনাল, ঘাট ও নৌযানে দৃশ্যমানভাবে টাঙ্গিয়ে প্রচারের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধে বিআইডব্লিউটিএ কঠোরভাবে মনিটর করবে। প্রয়োজনে মোবাইল	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপুলিশ, কোষ্টগার্ড,বাওনৌচ(যাপ) সংস্থা, লঞ্চ মালিক সমিতি

আলোচ্য বিষয়	প্রস্তাবসমূহ	বাস্তবায়নকারী
৮। ভাড়া/ফি/ চার্জ	কোর্টের মাধ্যমে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে বেশি ভাড়া আদায় করা হলে সংশ্লিষ্ট লঞ্চ মালিক/ম্যানেজারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	
	৮.৩। ঈদের দিনসহ ঈদের পূর্বের ০৫ (পাঁচ) দিন ও পরের ০৫ (পাঁচ) দিন (২৩ মে হতে ০২ জুন ২০২৬ পর্যন্ত) যাত্রী সাধারণের নিজেদের ব্যবহার্য মালামাল বহনের জন্য ইজারাদার কর্তৃক অর্থ আদায় যাতে না করা হয় সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ ও সদরঘাট ইজারাদার
	৮.৪। সকল ঘাট পয়েন্টের ইজারাদার কর্তৃক সরকার নির্ধারিত বার্দিং চার্জের অতিরিক্ত অর্থ আদায় বন্ধ করতে হবে। অতিরিক্ত হারে বার্দিং চার্জ আদায়ের কোনো অভিযোগ থাকলে তদন্তপূর্বক ইজারা বাতিলসহ উক্ত ইজারাদারের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ ও সংশ্লিষ্ট ইজারাদার
৯। বাল্কহেড /ডিঙ্গী চলাচল বন্ধকরণ	৯.১। নৌদুর্ঘটনা রোধকল্পে ঈদুল-আযহার পূর্বে ০৫ (পাঁচ) দিন এবং পরের ০৫ (পাঁচ) দিন (২৩ মে হতে ০২ জুন ২০২৬ পর্যন্ত) দিনে-রাতে সার্বক্ষণিক বালুবাহী বাল্কহেড চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ ও নৌ পুলিশ, কোস্ট গার্ড এবং সংশ্লিষ্ট বাল্কহেড মালিক সমিতি
	৯.২। অভ্যন্তরীণ নৌপথে অবস্থিত বালুমহাল হতে সিদ্ধান্ত ক্রমিক নম্বর ৯.১-এ উল্লিখিত সময়ে দিন-রাত সার্বক্ষণিক বাল্কহেড চলাচল বন্ধ করার নিমিত্ত বালু উত্তোলন বন্ধ রাখার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	
	৯.৩। আগামী ঈদুল-আযহার পূর্বে ০৫ (পাঁচ) দিন এবং ঈদের পরের ০৫ (পাঁচ) দিন (২৩ মে হতে ০২ জুন ২০২৬ পর্যন্ত) সদরঘাট হতে ডিঙ্গী নৌকা চলাচল বন্ধ রাখতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, নৌ-পুলিশ ও কোস্টগার্ড
১০। নৌরুট/ নাব্যতা ও ঘাটপয়েন্ট ব্যবস্থাপনা	১০.১। লঞ্চ/নৌযানের স্বাভাবিক চলাচল নিশ্চিতকল্পে নৌপথে সকল ধরনের মাছ ধরার জাল পাতা বন্ধ রাখতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার, নৌ পুলিশ,কোষ্টগার্ড এবং মৎস্য অধিদপ্তর
	১০.২। নৌদুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে চাঁদপুরের মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদীর মোহনায় ঘূর্ণাবর্ত এলাকা মার্কিং করতে হবে। এছাড়াও অন্যান্য সকল নৌরুটের নৌচ্যানেল মার্কিং যথাযথভাবে এবং দৃশ্যমান করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ
	১০.৩। সকল ফেরিরুটসহ অন্যান্য সকল নৌ-চ্যানেলের নাব্যতা রক্ষা করতে হবে/সার্বক্ষণিক সচল রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় খনন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড্রেজার, এক্সক্যাভেটর নিয়োজিত রাখতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি ও
	১০.৪। সকল ঘাট/পয়েন্ট উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, ফেরিঘাটে পন্টুন স্থাপন ও পার্কিং ইয়ার্ড প্রস্তুত রাখতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসি
১১। ফেরিঘাট ব্যবস্থাপনা	১১.১। ফেরিঘাট ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা নিয়ে ঘাটে নির্বিঘ্ন সিরিয়াল প্রদানের ব্যবস্থা করবে;	বিআইডব্লিউটিসি, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ
	১১.২। সিরিয়াল মেনে কেবল অনুমোদিত সংখ্যক যানবাহন ফেরিতে ওঠা নিশ্চিত করার জন্য কন্ট্রোল গেইট স্থাপন করতে হবে। গেইট নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে। অনুমতি ব্যতীত কোনো যানবাহন যাতে ফেরিতে ওঠতে না পারে সে বিষয় নিশ্চিত করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ বিআইডব্লিউটিসি, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ
	১১.৩। দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য ২০ মে এর মধ্যে ফেরি পন্টুনের নিরাপত্তা বেষ্টনী উঁচু ও মজবুত করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিসি

আলোচ্য বিষয়	প্রস্তাবসমূহ	বাস্তবায়নকারী
১১। ফেরিঘাট ব্যবস্থাপনা	১১.৪। ধারণ ক্ষমতার অধিক যানবাহন ফেরিতে উঠানো যাবে না। ফেরি মাস্টার বিষয়টি কঠোর তদারকির মাধ্যমে নিশ্চিত করবেন।	বিআইডব্লিউটিসি ফেরি মাস্টার ও স্টাফ
	১১.৫। ফেরিতে ওঠার সময় চালক ও ড্রাইভার ব্যতীত সকল যাত্রীকে বাস/যানবাহন থেকে নামিয়ে ফেরিতে উঠানো নিশ্চিত করতে হবে। এ সংক্রান্ত নির্দেশনা সম্বলিত বিলবোর্ড সকল ফেরিঘাটে দৃশ্যমানভাবে স্থাপন করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিসি বাস চালক ও হেল্পার সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ
	১১.৬। ফেরিতে ওঠা-নামা নিয়ন্ত্রণ এবং যাত্রী সচেতনতামূলক বাণী যাত্রী সাধারণের অবগতির জন্য উপযুক্ত সাউন্ড ব্যবস্থাপনা/এমপ্লিফায়ারের মাধ্যমে প্রচার করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিসি
	১১.৭। ফেরি এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে হবে। ফেরিতে নিরাপদে যানবাহন ও যাত্রী সাধারণের আরোহণের জন্য পন্টুন ও ফেরি হকার মুক্ত রাখতে হবে। লেবার/কুলি কর্তৃক যাত্রী হয়রানি বন্ধকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিসি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ
	১১.৮। ফেরিঘাটের অপেক্ষমান বাস, ট্রাক এবং অন্যান্য পরিবহণ শ্রমিক ও যাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রামাগার এবং টয়লেট সুবিধাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিসি
	১১.৯। ঈদুল-আযহার পূর্বের ০৩ (তিন) দিন এবং পরের ০৩ (তিন) দিন (২৫ মে হতে ৩১ মে ২০২৬ পর্যন্ত) নিত্য প্রয়োজনীয় ও দ্রুত পচনশীল পণ্যবাহী ট্রাক ব্যতীত সাধারণ ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান ফেরিতে পারাপার বন্ধ রাখতে হবে;	বিআইডব্লিউটিসি, এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ
১২। ফেরি/ নৌযান ব্যবস্থাপনা	১২.১। ফেরিঘাটে যানজট মোকাবেলার জন্যে ঈদুল-ফিতরের ন্যায় পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া রুটে ১৮টি, আরিচা-কাজিরহাট রুটে ০৫টি, চাঁদপুর-শরীয়তপুর রুটে ০৫টি, ভোলা-লক্ষীপুর রুটে ০৫টি, লাহারহাট-ভেদুরিয়া রুটে ০৭টি, রৌমারি-চিলমারি রুটে ০২টি, ধাওয়াপাড়া-নাজিরগঞ্জ রুটে ০২টি, বাঁশবাড়িয়া-গুপ্তছড়া রুটে ০১টি, চেয়ারম্যান ঘাট-হাতিয়া (নলচিরা) রুটে ০১টি উপযুক্ত ফেরি ট্রাফিকে নিয়োজিত রাখতে হবে। প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন রুটে ফেরি সংখ্যা সমন্বয় করতে হবে। রুট অনুযায়ী ফেরি ব্যবস্থাপনার একটি বিস্তারিত বিবরণ বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিসি
	১২.২। ভোলা (ইলিশা)-লক্ষীপুর (মজু চৌধুরীর হাট) রুটে নৌযানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসি
	১২.৩। পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, আরিচা-কাজিরহাট, হরিনা-আলুবাজার এবং ইলিশা-মজু চৌধুরীর হাট ফেরি রুটের ৮ টি ঘাটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেকার রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিসি
	১২.৪। চাঁদপুর থেকে দক্ষিণাঞ্চলগামী যাত্রীদের নির্বিঘ্নে যাতায়াতের জন্য অনৌচ(যাপ)সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতির ৬ টি লঞ্চ চাঁদপুর ঘাটে নিয়োজিত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে;	লঞ্চ মালিক সমিতি, বাঅনৌচ(যাপ)সংস্থা ও বিআইডব্লিউটিএ,
	১২.৫। চাঁদপুর নদী বন্দরের জন্য নতুন টার্মিনাল নির্মাণ কার্যক্রম চলমান থাকায় চাঁদপুর টার্মিনালে যাত্রী চাপ কমানোর লক্ষ্যে ঢাকা-চাঁদপুর-ইচুলি নৌপথের ইচুলি ঘাটে আরো কয়েকটি লঞ্চের চলাচলের জন্য চাঁদপুরের জেলা প্রশাসনের চাহিদা থাকায় বাঅনৌচ (যাপ) সংস্থা এবং লঞ্চ মালিক সমিতি কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংখ্যক লঞ্চের ব্যবস্থা করতে	বিআইডব্লিউটিএ, বাঅনৌচ (যাপ)সংস্থা এবং লঞ্চ মালিক সমিতি

আলোচ্য বিষয়	প্রস্তাবসমূহ	বাস্তবায়নকারী
	হবে।	
১৩। সমন্বয়	১৩.১। বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি, নৌপরিবহন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার, নৌপুলিশ, কোস্টগার্ড, লঞ্চ মালিক, নৌযান শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি এবং নৌযান, নৌপথ ও পরিবহনের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সকলের সমন্বয়ে সভা করে উন্নত ঈদ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং স্থানীয়ভাবে সচেতনতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার
	১৩.২। আসন্ন ঈদুল-আযহা, ২০২৬ উপলক্ষে অভ্যন্তরীণ নৌপথে যাত্রী সাধারণের সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন, নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক যাতায়াতের নিমিত্ত ঢাকা ও গাজীপুর মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত গার্মেন্টস ও নিটওয়ার সেক্টরের নিয়োজিত কর্মীদের এলাকাভিত্তিক/পর্যায়ক্রমে ছুটি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ
	১৩.৩। সার্বিক অবস্থা মনিটরিং এর জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভিজিলেন্স টিম গঠন করতে হবে;	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
	১৩.৪। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ভিজিলেন্স টিমের দায়িত্ব পালনের জন্য বিআইডব্লিউটিএ প্রয়োজনীয় লজিস্টিক্স সরবরাহসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
	১৩.৫। ফেরিঘাট, লঞ্চঘাট এবং স্পিডবোট ঘাটসমূহে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় ও অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই নিয়ন্ত্রণের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপার
	১৩.৬। চট্টগ্রামের সদরঘাট হতে হাতিয়া, সন্দ্বীপ ও ভোলা ইত্যাদি স্থানে গমনাগমনের লঞ্চ/জাহাজের যাত্রীদের নিরাপত্তা, বিশ্রাম, টয়লেট সুবিধাদি ইত্যাদি সেবা প্রদানে বিআইডব্লিউটিসির নেতৃত্বে চট্টগ্রামে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। বিআইডব্লিউটিএ'র আঞ্চলিক অফিস এই কমিটিকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে;	বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসি
	১৩.৭। লঞ্চ/ফেরিঘাট থেকে দেশের অভ্যন্তরে যাত্রীদের যাতায়াত সহজ ও নির্বিঘ্ন করতে পর্যাপ্ত সংখ্যক বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করতে হবে;	বিআরটিসি এবং বাস মালিক সমিতি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৪। বিবিধ/ কোরবানির পশু ব্যবস্থাপনা	১৪.১। সকল নদী বন্দরের টার্মিনাল ও ঘাট/পয়েন্ট এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং পর্যাপ্ত ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের/আলোর ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে;	বিদ্যুৎ বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও বিআইডব্লিউটিএ
	১৪.২। ঈদুল-আযহা ২০২৬ উপলক্ষে সদরঘাটে যাত্রী সাধারণের সুষ্ঠু ও নিরাপদ যাতায়াতে স্বার্থে গুলিস্থান হতে সদরঘাট পর্যন্ত সড়ক ও সংযোগ সড়ক এবং সকল নদী বন্দর, ফেরিঘাটসহ গুরুত্বপূর্ণ ঘাট/পয়েন্ট সংলগ্ন এলাকায় কোরবানির পশুর হাট যাতে বসতে না পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা
	১৪.৩। কোরবানির গবাদিপশু সড়কপথ, রেলপথ এবং নৌপথে পরিবহনের সময় পশু ও পশু বিক্রেতার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ/ নৌপুলিশ/ কোস্ট গার্ড বাঅনৌচ(যাপ)সংস্থা, লঞ্চ মালিক সমিতি ও বিআইডব্লিউটিএ

আলোচ্য বিষয়	প্রস্তাবসমূহ	বাস্তবায়নকারী
১৪। বিবিধ/ কোরবানির পশু ব্যবস্থাপনা	১৪.৪। কোনো নৌযান যাতে তার ধারণ ক্ষমতার অধিক পশু বহন করতে না পারে এক্ষেত্রে বিশেষ তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে। রাতের বেলায় যেসব পশুবাহী নৌযান চলাচল করবে তার যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, নৌপুলিশ, সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন
	১৪.৫। কোরবানির পশু বহনকারী নৌযানকে ঘাটে ভিড়ানোর জন্য কোনো ঘাটের ইজারাদার/তার লোক কর্তৃক টানাটানি করা যাবে না। এ জন্য কোরবানির পশুবাহী সকল নৌযানকে কোন ঘাটে পশু আনলোড করা হবে তা নৌযানে দৃশ্যমানভাবে ব্যানার টাঙিয়ে লিখে রাখতে হবে।	
	১৪.৯। সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য এবং কোরবানির বর্জ্যের কারণে যাতে নৌপথে পানি দূষিত না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;	ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

৭। সভায় আর কোনো আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি কর্তৃক সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং ঈদুল-আযহা উপলক্ষে ঘরমুখো ও কর্মস্থলে ফিরতি যাত্রীদের নিরাপদ, স্বস্তিদায়ক ও আনন্দময় নৌযাত্রা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে এবং সকলকে আসন্ন ঈদুল-আযহার অগ্রীম শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

11.05.2026

শেখ রবিউল আলম
মন্ত্রী
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

নম্বর : ১৮.০০.০০০০.০১৯.১৮.০০৯.২১.১৫৬

তারিখ : ২৮ বৈশাখ ১৪৩৩ / ১১ মে ২০২৬

অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

০১। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৩। সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৪। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫। মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা
০৬। অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা/প্রশাসন/উন্নয়ন), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৭। প্রশাসক, ঢাকা দক্ষিণ/উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা
০৮। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/খুলনা/রাজশাহী/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ
০৯। পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা
১০। পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ, চট্টগ্রাম/বরিশাল/খুলনা/রাজশাহী/সিলেট/রংপুর
১১। মহাপরিচালক, কোস্টগার্ড, সদর দপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
১২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, মতিঝিল, ঢাকা
১৩। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, ফেয়ারলী হাউজ, বাংলামোটর, ঢাকা
১৪। অতিরিক্ত আইজিপি, নৌপুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, পুলিশ প্লাজা কনকর্ড টাওয়ার, গুলশান-১, ঢাকা
১৫। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
১৬। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, বনানী, ঢাকা
১৭। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
১৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, সদর দপ্তর, ঢাকা
১৯। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা
২০। ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা রেঞ্জ
২১। ডিআইজি, চট্টগ্রাম/বরিশাল/খুলনা/রাজশাহী/রংপুর/সিলেট/ময়মনসিংহ রেঞ্জ
২২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/ নারায়ণগঞ্জ/ মানিকগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/কিশোরগঞ্জ/নরসিংদী/ মাদারীপুর/ শরীয়তপুর/ রাজবাড়ী/ ফরিদপুর চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/চাঁদপুর/ নোয়াখালী/লক্ষ্মীপুর/ ব্রাহ্মণবাড়িয়া/কক্সবাজার/রাঙ্গামাটি/সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/বরিশাল/ঝালকাঠি/ পটুয়াখালী/ ভোলা/বরগুনা/ পিরোজপুর/ খুলনা/ পাবনা/ সিরাজগঞ্জ/ গাইবান্ধা/কুড়িগ্রাম/ময়মনসিংহ/জামালপুর
২৩। পুলিশ সুপার, ঢাকা/ নারায়ণগঞ্জ/ মানিকগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/কিশোরগঞ্জ/নরসিংদী/ মাদারীপুর/শরীয়তপুর/ রাজবাড়ী/ ফরিদপুর চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/চাঁদপুর/ নোয়াখালী/লক্ষ্মীপুর/ ব্রাহ্মণবাড়িয়া/কক্সবাজার/রাঙ্গামাটি/সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/বরিশাল/ঝালকাঠি/ পটুয়াখালী/ ভোলা/বরগুনা/ পিরোজপুর/ খুলনা/ পাবনা/ সিরাজগঞ্জ/ গাইবান্ধা/কুড়িগ্রাম/ময়মনসিংহ/জামালপুর
২৪। উপপুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক), দক্ষিণ, মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা
২৫। পরিচালক, আবহাওয়া অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
২৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৭। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৮। সচিবের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৯। মাননীয় মন্ত্রীর জনসংযোগ কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩০। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৩১। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বিজিএমইএ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা
৩২। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বিকেএমইএ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা
৩৩। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাজনৌচ (যাত্রী পরিবহন) সংস্থা, ১৪ পুরানা পল্টন, দারুস সালাম আর্কেড (৫ম তলা), ঢাকা
৩৪। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, লঞ্চ মালিক সমিতি বাংলাদেশ, সদরঘাট টার্মিনাল ভবন, ঢাকা
৩৫। সভাপতি/মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি, ২১ রাজউক এভিনিউ, বিআরটিসি ভবন, ৬ষ্ঠ তলা, মতিঝিল, ঢাকা

৩৬। চেয়ারম্যান/সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন, ২৫৭/ক বাগবাড়ী, হাজী আহসান উল্লাহ কমপ্লেক্স, দারুস সালাম থানা, গাবতলী, মিরপুর, ঢাকা
৩৭। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান এজেন্সি মালিক সমিতি, তেজগাঁও ট্রাক টার্মিনাল, ব্যাংক বিল্ডিং, ঢাকা
৩৮। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতি, তেজগাঁও ট্রাক টার্মিনাল, মসজিদ ম্যানসন (৪র্থ তলা), ঢাকা
৩৯। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক ড্রাইভার্স ইউনিয়ন, তেজগাঁও, ঢাকা
৪০। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আন্ত:জেলা ট্রাক ড্রাইভার্স ইউনিয়ন, তেজগাঁও,ঢাকা
৪১। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা
৪২। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন, ৩১/৩২ পিকে রায় রোড, বাবু বাজার, বাংলা বাজার, ঢাকা
৪৩। সভাপতি, বাংলাদেশ জাহাজী শ্রমিক ফেডারেশন, ১৯ নং করিগী মার্কেট, বঙ্গবন্ধু সড়ক, নারায়ণগঞ্জ
৪৪। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী নৌযান শ্রমিক দল
৪৫। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা মহানগর পণ্য পরিবহন এজেন্সি মালিক সমিতি, এসি রয় রোড, আরমানিটোলা, ঢাকা
৪৬। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ নৌপরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, জালকুড়ি বাস স্ট্যান্ড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
৪৭। সভাপতি/বাংলাদেশ ইঞ্জিন এন্ড বাল্কহেড বোট ওর্নাস এসোসিয়েশন, ১২ আর কে মেশিন রোড, ঢাকা
৪৮। সভাপতি, বাংলাদেশ বাল্কহেড নৌযান মালিক সমিতি হোটলে সিলভার ইন, মতিঝিল, ঢাকা
৪৯। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ কার্গো ট্রলার বাল্কহেড শ্রমিক ইউনিয়ন, ৬ষ্ঠ তলা, খদ্দর মার্কেট, জিপিও, ঢাকা

১১.০৫.২০২৬
ছন্দা পাল
সিনিয়র সহকারী সচিব